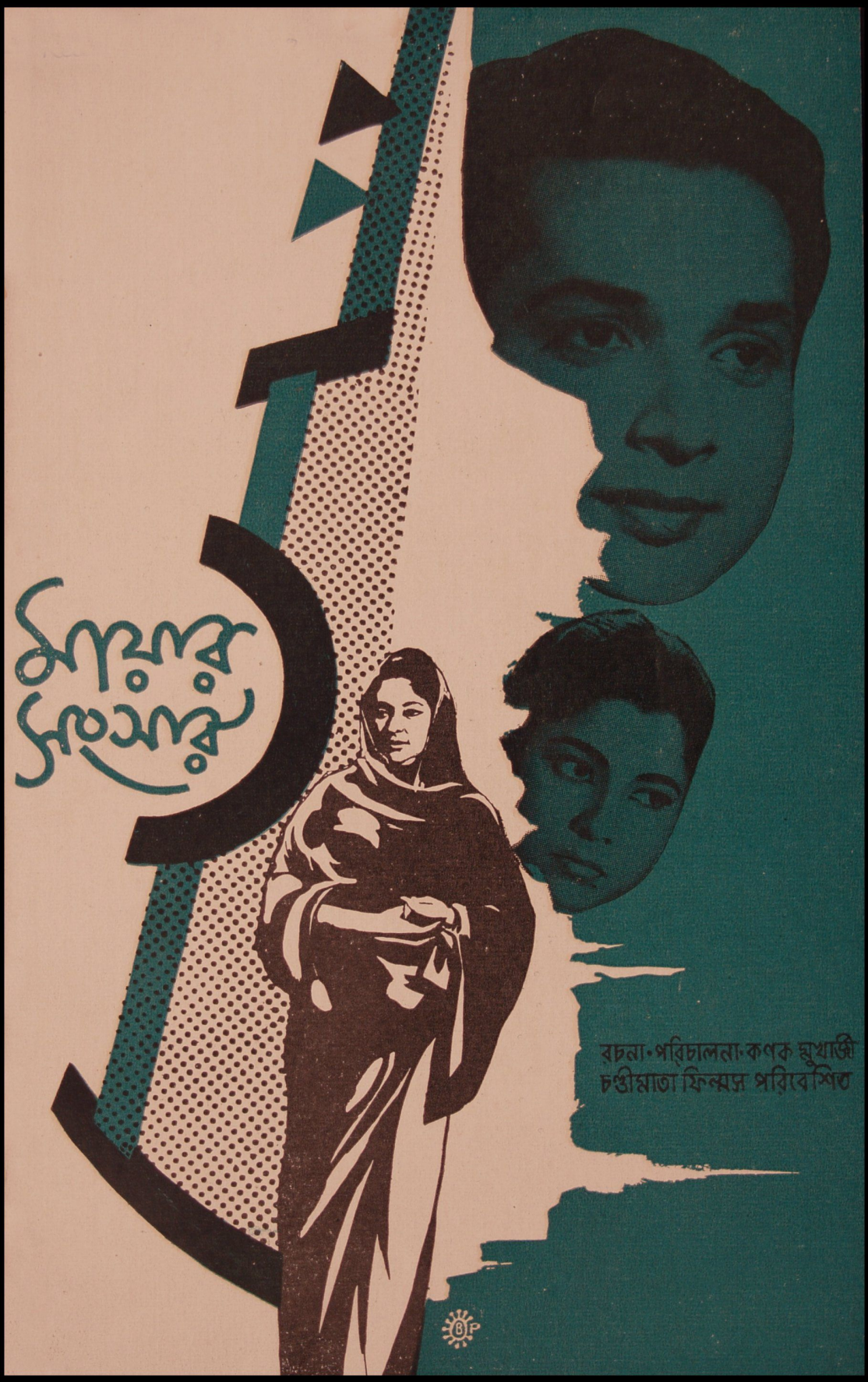
মায়ার সংসার
রচনা·পরিচালনা·কণক মুখার্জী
চণ্ডীমাতা ফিল্মস পরিবেশিত

সন্ধ্যারাণী
বিশ্বজিৎ
সুলতা•ছবি
অজিত•বিকাশ
দীপ্তি•ভানু
তরুণ•তিলক
কমল•শিখা

রচনা•পরিচালনা•কনক মুখার্জী

মায়ার সংসার

সুরশিল্পী•রবীন চ্যাটার্জী

ভূমিকায় : নবকুমার • নৃপতি • সুধীর রায় চৌধুরী নির্ম্মলেন্দু ভদ্র • পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী • সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায় • সুখেন সরকার • শৈলেন ভট্টাচার্য্য স্বপন সেন • রথীন ঘোষ • অজিত পাত্র • প্রবুদ্ধ মুখোপাধ্যায় • বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় • অনিল কুমার গুহ • সুশীল চক্রবর্ত্তী • লক্ষী দাস মালা বাগ ও আরও অনেকে।

আলোক চিত্রশিল্পী : দেওজী ভাই • শব্দযন্ত্রী : সত্যেন চটোপাধ্যায়
সম্পাদক : অমিয় মুখোপাধ্যায় • শিল্প-নির্দ্দেশক : কার্ত্তিক বসু
শব্দপুনঃযোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ • রূপশিল্পী : ত্রিলোচন পাল • দেবীদাস গাঙ্গুলী
স্থির-চিত্র : এডনা লরেঞ্জ • বেশকার-আর্ট ড্রেসার • পটভূমি-অঙ্কন : চ্যাটার্জ্জী ও কয়াল • কর্ম্মসচিব : পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী • ব্যবস্থাপনা : প্রভাত দাস
গীতিকার : প্রণব রায়।
নেপথ্য কণ্ঠ: হেমন্ত মুখোপাধ্যায় • সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় • প্রতিমা বন্দ্যোঃ • শ্যামল মিত্র

সহকারীগণ :

পরিচালনায় : বিশু ব্রহ্ম • সুনীল ব্যানার্জ্জী • দিলীপ নন্দী • শঙ্কর • শব্দগ্রহণ : সোমেন চ্যাটার্জ্জী • বাবাজী • সঙ্গীত ও শব্দপুণর্যোজনা : জ্যোতি চ্যাটার্জ্জী আলোক চিত্রগ্রহণ : দিব্যেন্দু ঘোষ • বুলু লাডিয়া • শক্তি ব্যানার্জ্জী • আলোক নিয়ন্ত্রণে : প্রভাস ভট্টাচার্য্য • ভবরঞ্জন দাস • অনিল পাল • সুভাষ ঘোষ সম্পাদনায় : শক্তিপদ রায় • অশোককুমার ঘোষ • ব্যবস্থাপনায় : আশু গুহ বাদল মণ্ডল • যোগেশ বসাক • কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ফণী মৌলিক • ধনঞ্জয় কয়াল দেবেশ ঘোষ • দেওজী ভাই • লিও এস ক্রীট • (লিণ্টন হোটেল)
প্রচার-পরিকল্পনা : ফনীন্দ্র পাল • প্রচার-শিল্পী : পূর্ণজ্যোতি ভটাচার্য্য • তারা দাস সত্য চক্রবর্ত্তী • জহর কুণ্ডু • গণেশ দাস
টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিও-এ আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটারিজে আর. বি. মেহতার তত্ত্বাবধানে পরিস্ফুটিত।

চণ্ডীমাতা ফিল্মস (প্রাঃ) লিঃ পরিবেশিত

মুদ্রণে : ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩

শিবানী ফিল্মস নিবেদিত

কাহিনী

মায়ার সংসার

জীবনের দুটো সুর। একটা হাসির আর একটা কান্নার। সুখ-দুঃখের আলো-ছায়ার লীলা নিকেতন মায়ার সংসার।

বন্দীপুর। ছোট্ট একটা পাহাড়ী শহর। তারই একপ্রান্তে সর্বেশ্বর মজুমদারের বাড়ি। দোতালায় সর্বেশ্বরবাবু একাই থাকেন, কারণ এ সংসারে তাঁর আপন বলতে কেউ নেই। এক তলায় মায়ার সংসার।

অমরেশ ব্যানার্জী তার স্ত্রী মায়া আর ছেলে মেয়ে– তপন, মনোজ আর রুবীকে নিয়ে কয়েক বছর আগে একটা ভালো বাসার খোঁজে এখানে এসেছিল। আজ সর্বেশ্বরবাবু ওদের মাঝেই খুঁজে পেয়েছেন ভালবাসার অবলম্বন। সর্বেশ্বর শিশুদের সাথে মেতে ওঠেন ছেলেখেলায়। মায়া এই সর্বহারা বৃদ্ধকে মাতৃস্নেহে সর্বদাই সন্তানের মত আগলে রাখে। তাঁর একমাত্র নেশা—কবিতা লেখার। অমরেশ সেই কবিতাগুলো শুধু সংশোধনই করে না, সুরে সুরে কথাগুলোকে গান ক'রে তোলে। সর্বেশ্বর তাই সদাসর্বদা অমরেশের ওপর বেজায় খুসী।

সততা আর পরিশ্রমের বিনিময়ে যারা পায় সফলতা—অমরেশ সেই দলের। রায় এণ্ড রায় কোম্পানীতে প্রায় বছর পনেরো আগে সামান্য একটা ক্যেরার চাকরিতে সে বহাল হ'য়েছিলো আর আজ সে সেই অফিসেরই সেক্রেটারী। কোম্পানীর মালিক দীনদয়াল রায় তাকে পুত্রাধিক স্নেহ করেন এবং অন্ধ বিশ্বাসে ব্যবসাসংক্রান্ত সর্ববিষয়ে তারই ওপর নির্ভর ক'রে নিশ্চিন্ত থাকেন। প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় প্রতিটি কর্মচারীই অমরেশকে ভালবাসে, শুধু একজন তাকে সহ্য করতে পারে না, মনে মনে ঈর্ষার আগুনে জ্বলে মরে। তার নাম বিভাস দত্ত।

জীবন-সংগ্রামে যে দুর্বল মনের মানুষ, অভাবের কাছে দারিদ্রের কাছে পরাজিত হ'য়ে সততা, ন্যায়, নীতি আর বিবেক বর্জন ক'রে পাপের পঙ্কিল-তার নরকে নিজেকে ডুবিয়ে দুর্নীতিকেই আদর্শ মেনে ক্ষণস্থায়ী সুখ আর

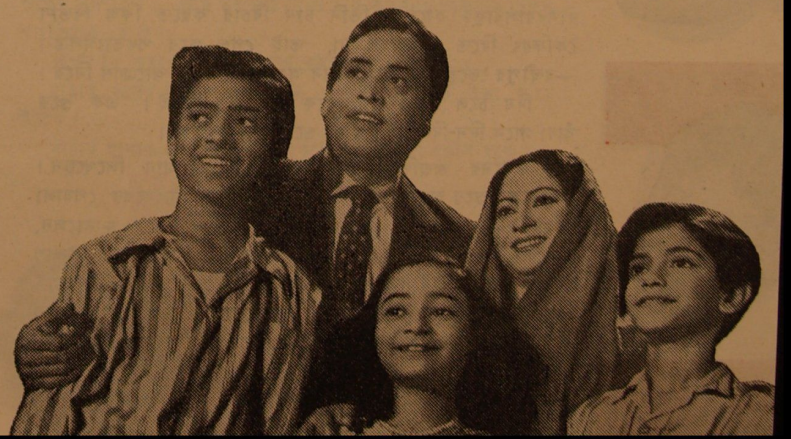

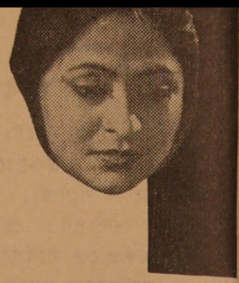

স্বাচ্ছন্দের নেশায় পাগল হ'য়ে ওঠে—সে বিভাস দত্ত। রায় এণ্ড রায় কোম্পানীর পারচেজিং অফিসারের চাকরী নিয়ে সে বন্দীপুরে এসেছে আজ পাঁচ বছর।—নমিতা বিভাসের স্ত্রী। স্বামীর সঙ্গে তার পথের আর মতের মিল নেই কোনখানে। —সে তার সততাকে আঁকড়ে ধ'রে মরতেও রাজী ছিল তবু এভাবে লোভের পাঁকে লাভের স্বাচ্ছন্দে তলিয়ে যেতে চায় নি। তাই বর্তমানের দুর্নীতির অন্ধকারকে সে ঘৃণা করে।—অতীতের আলোর স্মৃতিতে হারিয়ে ফেলতে চায় নিজের নিঃসঙ্গ নিঃসন্তান জীবনকে। মাঝে-মাঝে সময় পেলেই সে ছুটে যায় অমরেশের বাড়িতে। তপু, মনু, রুবীকে বুকে চেপে ধ'রেই পেতে চায় সান্ত্বনা। ওরা ডাকে—'মাসিমা'। মায়া নমিতাকে ছোট বোনের মতই স্নেহ করে।

ভোরের আকাশে যখন পাখির গানে আলোর সাড়া জাগে তখন অমরেশ আর ছেলেমেয়েদের প্রার্থনা গীতি শোনা যায়। ……রাতের আঁধারে আকাশের তারারা ঘুমহারা চোখে তাকিয়ে দেখে ঘুম-পাড়ানী গান গেয়ে অমরেশ তার ছেলে মেয়েদের ঘুম পাড়াচ্ছে।…রাতের গভীরে অমরেশের বেহালার সুর ঘুমন্ত পৃথিবীকে পৌঁছে দেয় এক অপরিচিত চিরবন্দী শিল্পীর স্বপ্ন। অমরেশ সবার অগোচরে সুরে সুরে সুন্দরের পূজা করে আর মনে মনে উজল আগামীদিনের স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে থাকে। ভাবী ধরণীর সুরের আসরে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসন রচনা ক'রে সে আসনে অভিষিক্ত করে তার তপুকে। মায়া আসে পাশে। ওরা সুপ্ত সন্তানের শিয়রে ব'সে থাকে একই স্বপ্নে আত্মহারা হ'য়ে।

ন্যায় আর অন্যায়ের সংঘর্ষ হ'য়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। বিভাসের দুর্নীতি ধরা পড়ে। অমরেশ ক্ষমা করে না।—অভিযোগ জানায় দীনদয়ালবাবুর কাছে। তিনি চান বিচার করতে কিন্তু বিভাস কৈফিয়ৎ দিতে রাজী হয় না, তাই পেশ করে পদত্যাগপত্র। —বন্দীপুর ছেড়ে চলে যায় বিভাস অমরেশের ওপর আক্রোশ নিয়ে।

দিন চলে যায়। বিভাসকে ভুলে যায় সবাই। এক সুরে বাঁধা গানে দিন-দিন সুন্দর হ'য়ে ওঠে মায়ার সংসার।

তপনের জন্মতিথির উৎসব। সর্বেশ্বর গান লিখেছেন। অমরেশের সুরে সুর মিলিয়ে তপু গান গায়। উৎসবের পেয়ালা ভ'রে ওঠে আনন্দের উচ্ছাসে। দীনদয়াল এসে জানালেন, অমরেশকে অফিসের কাজে কালই কলকাতায় যেতে হবে পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগ্রহ করতে।—উৎসবের আনন্দের তাল কেটে যায়। তপু, মনু, রুবু আর মায়া ভাবে।—অমরেশ যে ক'দিন থাকবে না এখানে সে ক'টা দিন ওর কাটবে কি ক'রে। অমরেশেরও ঐ একই ভাবনা, তবু সে আশ্বাস দেয়—'ভাবনার কিছু নেই। মায়ার সংসার থেকে বেশিদিন বুঝি দূরে থাকতে পারবো? আমি ফিরে আসবো।"

পরদিন অশ্রুসজল পরিবেশে অমরেশ কলকাতার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো।

কলকাতায় আসবার পর বিভাস আর চাকরীর খোঁজ করে নি। শয়তানের কাছে দাসখৎ লিখে নোংরামীর নরকের শেষ ধাপে অনায়াসে নেমে এসেছে। নমিতা কিন্তু আজও আশা রাখে,—তার স্বামীর ভুল একদিন না একদিন ভাঙবেই। সেদিন সে করবে তার কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত।

অমরেশ কলকাতায় পৌঁছবার আগে অনুচর মারফৎ বিভাস খবর জানলো। জানলো—অমরেশ রায় এণ্ড রায় কোম্পানীর তরফ থেকে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতায় আসছে। প্রচুর অর্থ। নগদ পঞ্চাশ হাজার! লোভ আর প্রতিহিংসা এক সঙ্গে বিষাক্ত ফনা মেলে ধরলো। . …

কয়েকদিন পর। সংবাদ পত্রে মুদ্রিত হোল এক দুঃসংবাদ ট্রেনে কাটা প'ড়ে অমরেশ মারা গেছে।—বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'ল মায়ার সংসারে। মায়ার সিঁথির সিঁদুর হোল নিশ্চিহ্ন, শাঁখা গেল ভেঙ্গে তবু চিরসিমন্তিনীর দেশের মেয়ে সতী সাবিত্রীর মতই মনের মণিকোঠায় বিশ্বাসের অনির্বাণ দীপ জেলে রাখে। অমরেশ তাকে কথা দিয়ে গেছে ফিরে আসবে।—ফিরে তাকে আসতেই হবে। …

চোদ্দটা বছর দুঃখের আঁধারে তলিয়ে যায়। নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসের কাছে মায়া পরাজয় স্বীকার করে নি। বিরামহীন সংগ্রামের বিনিময়ে সে চেয়েছে অমরেশের স্বপ্নকেই সফল ক'রে তুলতে। তপুর সুরসাধনা আজ চাইছে সবাকার স্বীকৃতি।—এগিয়ে চলার পথে তপু পাশে পেয়েছে একটি মেয়েকে। সেও সুরের পূজারিণী। নাম উৎপলা সে-ও চায় তপন সুপ্রতিষ্ঠিত হোক, খ্যাতিমান হোক।

তপন কি অমরেশের স্বপ্ন সফল করতে পারবে?……

মায়ার মনের অটল বিশ্বাস কি মাটির পৃথিবীতে সত্য হ'য়ে উঠবে?

মায়ার সংসার কি আবার ফুলে ফলে রূপে-রসে রঙীন হবে?…

সঙ্গীত

(১)

ঘুম যায় ওই চাঁদ মেঘপরীদের সাথে
গল্প শোনার পালা এখন নিঝুম নিশিরাতে।
এক যে আছে স্বপনপুরী নেইকো সেথা হাসি
মালঞ্চে নেই ফুলের বাহার বাতাস যে উদাসী
এমন সময় ডালিমকুমার এল বাঁশী হাতে।
সোনার খাটে ঘুমায় কন্যা রূপার খাটে পা
কুমার ডাকে জাগো জাগো কন্যা জাগে না
মায়ার কাঠির ছোঁয়ানো তার
কমল আঁখি পাতে
ঘুম যায় ওই চাঁদ...।
বাঁশুরিয়া ডালিমকুমার বাজায় তখন বাঁশি
নহবতে বাজল সানাই ফুটল ফুলের হাসি
নয়ন মেলে রূপকুমারী চাইল জ্যোছনাতে
গল্প শোনার পালা...।

(২)

জীবনটা ভাই রেলের গাড়ি
আমরা সবাই যাত্রী যে
কে জানে চলেছি কোন্ ঠিকানায়,
কোথা থেকে যাত্রা শুরু
হয়েছে ভাই কে জানে
জানি না এ চলার শেষ যে কোথায়
ঝিক্ ঝিক্ গাড়ি চলে বাঁধা লাইনে
জানি না ত' কার হুকুমে কোন্ আইনে
তারে দেখিনি কভু (মন) চেনে যে তবু
এ জীবনের আজব গাড়ি কে যে চালায়
জীবনটা ভাই···
মাঝে মাঝে ইষ্টিশানে, থামে যে গাড়ি
ঘণ্টা বাজে, বাঁশি বাজে, দেয় সে পাড়ি
কেউ চলে এগিয়ে (কেউ) রয় পিছিয়ে
গাড়ি চলে দুঃখ-সুখের চাকায় চাকায়
জীবনটা ভাই...।

(৩)

ও দয়াল, তোমার অন্ত পাওয়া ভার
শেষের পরেও শুরু আছে,
এই বুঝেছি সার
তুমি কাঙাল করো দেবে বলে
আবার দুহাত ভরে
ঘর ভেঙে হায় সেই ভাঙা ঘর
গড়ো নতুন করে
অকূলে যে কূল পেল না
তারেই করো পার
তোমার অন্ত পাওয়া ভার...
কত নালিশ জানিয়েছিলাম
চোখের জলের সাথে
বুঝি নি তো মুছিয়ে দেবে
তুমিই আপন হাতে।
বুঝেছি আজ কেন ফোটাও
কেন ঝরাও ফুল
(তোমার) পাওনা-দেনার হিসাবে যে
হয় না কোন ভুল
নালিশ আমার তোমার পায় হল নমস্কার॥

(৪)

আমার প্রভাত মধুর হ'ল তোমারি নাম গানে
সকল কলুষ যাক না মুছে আলোর ধারাস্নানে
হৃদয় আমার গন্ধফুলের মত
সবারে প্রেম বিলায় অবিরত
সুন্দর হোক এদিন আমার রাতের অবসানে
নীল আকাশের নির্মলতায়
ভরুক আমার প্রাণ
জীবন করো ক্ষমায় উদার সত্যে সুমহান
চলার পথে ক্লান্তি যদি আসে
যেন ভুলি নাকো তুমিই আছ পাশে
চলতে শেখাও দুঃখ ব্যথায় জয়ের অভিযানে
তোমারি নাম গানে...।

(৫)

চম্পাবতী কোথা তুমি মধুরাতি যায়
কত আর জাগি বলো
তোমারই আশায়
চম্পাবতী কোথা তুমি···
গোলাপের দিন এল তুমি জান না কি
মোর বুকে ডাকে শোনো পিউ কাঁহা পাখি
মহুয়া বনের চাঁদ খুঁজিছে তোমায়
চম্পাবতী কোথা তুমি...
ফাগুনের গানখানি এনেছি বাঁশিতে
কত কথা আছে শুধু তোমারে বলিতে
একটি মালিকা এস গাঁথি দুজনায়
চম্পাবতী কোথা তুমি...

(৬)

বন্ধু, তোমার হৃদয়-দোলানো গানে
দোলে গো হিয়া দোলে
তোমারই ভাবনা
কি যেন আবেশ আনে
বন্ধু, তোমার হৃদয়-দোলানো গানে।
তুমি তো আনো না, আমারই রাতের তারা
ওগো সুন্দর তোমারই স্বপনে
হয়েছে তন্দ্রাহারা।
জড়ালে প্রাণে মোর কোন্ মায়াডোর
আকুল বাসনা চেয়ে আছে তব পানে
বন্ধু, তোমার হৃদয়-দোলানো গানে।
রয়েছি জাগিয়া হৃদয়-দুয়ার খুলে
অজানা সুরভি লেগেছে আমার
প্রথম মালার ফুলে
জানি না এ আমার কোন অভিসার
মনের রাধিকা চলেছে বাঁশির টানে।

(৭)

মধু স্বপ্নে গড়া এক নতুন দেশে
যদি যাই হারিয়ে
বলো কিসের মানা
আমরা সেথায় ফাগুন দিনের
পথিক পাখি হয়ে মেলব ডানা।
নয় কো সে দেশ রূপ-কাহিনীর
সোনার মহল নেই চম্পাবতীর
তবু লগ্ন এলে সেথা রাখাল ছেলের
রাজার মেয়ের সাথে হয় গো জানা।
সাগর পাখির মত হাওয়ায় ভেসে
না হয় মোরা পথ ভুলে
বাঁধবো বাসা সেই অচিন দেশে
যেথা উজ্জ্বল রাত আর উজ্জ্বল দিন
মনের আকাশ হয় আবেশ রঙিন
যেথা একট চাওয়া আর অনেক পাওয়া
বলবো চুপি চুপি সেই ঠিকানা।

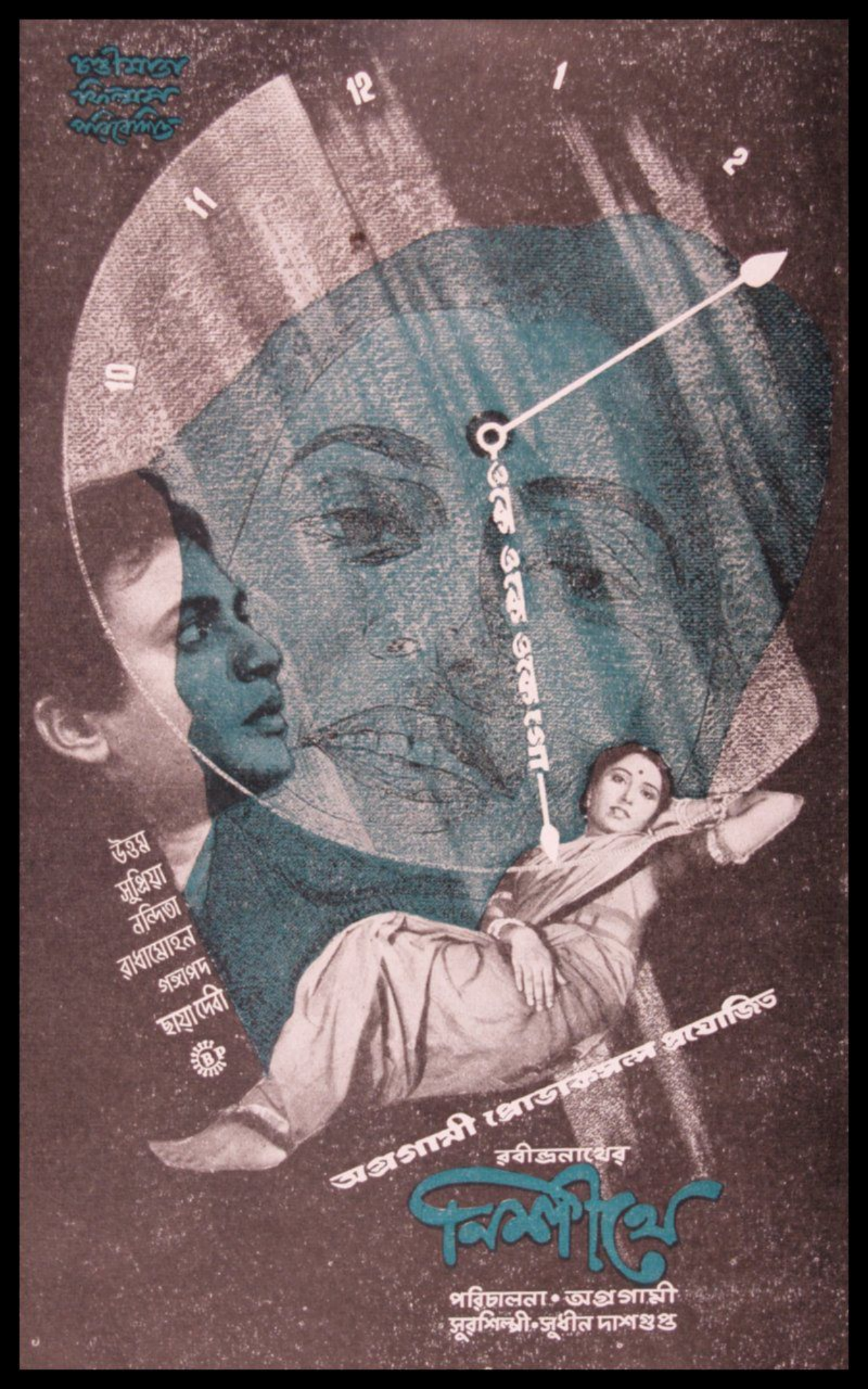

চণ্ডীমাতা
ফিল্মস্
পরিবেশিত
12
1
2
11
10
ওকে ওকে ওকে গো
উত্তম
সুপ্রিয়া
নন্দিতা
রাধামোহন
গঙ্গাপদ
ছায়াদেবী
অগ্রগামী প্রোডাকসন্স প্রযোজিত
রবীন্দ্রনাথের
নিশীথে
পরিচালনা • অগ্রগামী
সুরশিল্পী • সুধীন দাশগুপ্ত